COAST, CJRF cK‡íi cKvkbv
msL¨v- 37; b‡f¤i 2021 \ KwZK , 1428

স্থানীয় জলবায়ু সক্ষমতা

G¨vW‡fv‡Kwm | ¯vbxq D‡`¨vM | Awf‡hvRb

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে একটি প্রকল্প কোস্ট বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় ৭ টি জেলায় জানুয়ারী, ২০১৮ হতে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে নিয়ে উপকূলীয় সুরক্ষার বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি করছে, যেমন- টেকসই উপকূলীয় বাধ ব্যবস্থাপনা,আভ্যন্তরীন জলবায়ু বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা, প্রান্তিক জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন ও উপকূলীয় বনায়ন সম্প্রসারন প্রভৃতি, নারী ও কিশোরীদের তথ্য উপাত্ত ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে ৮টি উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে জনসচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিতে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সমুহ প্রদান ও সম্প্রসারনের উদ্যোগ নিয়েছে।

wek Rjevq m‡¤§j‡b †`‡ki ¯v\_iÿv †KŠkj‡K AwaKZi †Rvi`vi Ki‡Z miKv‡ii cwZ bvMwiK mgv‡Ri Avnevb

আসন্ন জলবায়ু সম্মেলনে দেশের স্বার্থরক্ষা কৌশলকে আরও জোরদার করতে একটি কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি গ্রহণের দাবি জানিয়েছে নাগরিক সমাজ প্রতিনিধিবৃন্দ। তাঁরা জলবায়ু আলোচনায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য নাগরিক সমাজকে সুযোগ প্রদানের সুপারিশও করেন।গত ২১ অক্টোবর ২০২১ 'কপ-২৬: সরকারি অবস্থান এবং নাগরিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি' শিরোনামে ভার্চুয়াল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কোস্ট ফাউন্ডেশন, এওএসইডি, সিপিআরডি, সিডিপি, ক্লিন এবং ইক্যুইটিবিডি যৌথভাবে এই সেমিনারটি আয়োজন করে।

জাতীয় সংসদ সদস্য এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কোস্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব রেজাউল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আশেক উল্লাহ রফিক এমপি কক্সবাজার -২। অন্যান্যের মধ্যে এতে আরও বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মীর্জা শওকত, সিপিআরডি'র মো শামসুদ্দোহা, কানসা-বিডি'র কো-চেয়ার রাবেয় বেগম, সিডিডি'র জাহাঙ্গীর হোসেন মাসুম, লিডার'র মোহন কুমার মণ্ডল, এওএসইডি'র শামীম আরেফিন, এবং ক্লিনের হাসান মেহেদী। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কোস্ট ফাউন্ডেশনের সৈয়দ আমিনুল হক।

বক্তারা বলেন কপ ২৬ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নতুন জমা দেওয়া ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ডেড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি), ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক বিশেষ প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে (জিসিএফ) ১০০ বিলিয়ন ডলার জোগানে বিষয় আলোচনা হবে। অন্যতম বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে দেশের স্বার্থ রক্ষায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নিয়মিত ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সরকারি প্রতিনিধিদলের কাছে এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন, যেমন- ১) বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার জন্য উন্নত এবং প্রধান দূষণকারী দেশগুলির অবদান এবং অর্থনৈতিক আয়তনের ভিত্তিতে এনডিসির পুনর্বিবেচনা; ২) উন্নত দেশগুলিকে অবশ্যই জিসিএফ -এর বাইরে অতিরিক্ত তহবিল নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করা যায় এবং পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়; ৩) জিসিএফকে তার অর্থায়ন প্রক্রিয়াকে সহজ করতে হবে, যাতে প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি ও বাস্তবায়নের উভয় ক্ষেত্রেই সহজে অর্থ পাওয়া যায়; এবং ৪) ইউএনএফসিসিসি ক্লাইমেট টেকনোলজি সেন্টার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর উপযুক্ত প্রযুক্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রশমন এবং অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রেই দেশগুলো সক্ষমতা বাড়াতে পারে।

†`‡ki ¯v\_iÿv †KŠkj‡K Avil †Rvi`vi Ki‡Z GKwU KvhKi I Ašfw³gjK c×wZ Mn‡Yi `vwe Rvwb‡q‡Q Dcw¯Z bvMwiK mgvR cwZwbwae›`|AbjvBb ‡mwgbvi ,21 A‡±vei 2021

ÿwZM¯ m¤ú`v‡qi A_‰bwZK ¶gZvq‡bi Rb¨ Rjevq Awf‡hvRb ‡KŠkj m¤úmvi‡Y cPviYv

জলবায়ু পরিবর্তনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবসমূহ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে এবং আশংকাজনক হারে দিন দিন এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং চারপাশে বেষ্টিত নদী, খাল, নিচু ভূমি এবং এবং অপর্যাপ্ত সুরক্ষা অবকাঠামো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এখানকার প্রায় ৮০% এর অধিক মানুষ সরাসরি কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর এই জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অধিক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, ঘন ঘন বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, অনাবৃষ্টি ও লবণাক্ততার প্রকটতার কারনে উৎপাদন কমে যাচ্ছে সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রান্তিক চাষীরা চড়া সুদে ঋন

A_‰bwZK ÿq-ÿwZ nv‡m evsjv‡`‡ki DcKjxq AÂ‡ji Rjevq ÿwZM¯ KwgDwbwU‡Z wm‡RAviGd cK í cPviYvgjK KgKvÛ ev¯evqb Ki‡Q| 27 A‡±vei 2021, Qwe-¯cv‡eMg, wm‡RAviGd|

নিয়ে জমিতে চাষ করছে কিন্তু ফসল হারিয়ে নি:স্ব হচ্ছে, মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় স্বাদু পানির মৎসজীবি, সমুদ্রগামী জেলে ও তাদের পরিবারগুলো জীবিকার উৎস হারাচ্ছে,অনেকেই জীবিকা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ছে, এতে বেকার সমস্যা প্রকট হচ্ছে নেমে আসছে ভীষন দুর্ভোগ। সহায় সম্বল হারিয়ে অনেকেই স্থানান্তরিত হয়ে শহড়মুখী হতে বাধ্য হচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করতে আয়বৃদ্ধিমূলক জলবায়ু অভিযোজন কৌশলসমূহের প্রসারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করতে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচারনামূলক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও কিশোরীরা নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবহার, জলবায়ু অভিযোজিত আয় উৎপাদনকারী কৃষি পদ্ধতি যেমন- রংপুর মডেল, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (সমন্বিত পদ্ধতি), মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে এবং তা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। গত অক্টোবর মসে ভোলা ও কুতুবদিয়া উপজেলায় ১১টি প্রচারনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

Lvevi I ivbœvebœvi Kv‡R GLb bvixiv Lvj I cK‡oi cvwbi cwie‡Z bjK‡ci cvwb e¨envi Ki‡Q| AvRg K‡jvbx, eo‡Nvc,KZewË`qv-Qwe cvi‡fR, wUI †Kv÷-wm‡RAviGd|

Rbm‡PZbZvgjK cPviYvq DcKjxq GjvKvq wbivc` cvwb e¨enviKvixi AbcvZ evo‡Q|

কমিউনিটি পর্যায়ে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে দিন দিন বাড়ছে নিরাপদ পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা। যা তাদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেতে সহায়তা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্ট জলোচ্ছাস, উপকূলীয় বন্যা ও নিয়মিত জোয়ারের ঘটনায় টিউবওয়েল, নদী, খাল ও পুকুড়ের পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই অঞ্চলগুলোতে সুপেয় পানির সংকট ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এছারাও ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত উত্তোলনের কারনে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে এবং সংকটকে আরও প্রকট করছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এ সংকট সর্বাধিক। বিশেষ করে দুর্যোগকালীন সময়ে লবনাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে চর্মরোগ,উচ্চ রক্তচাপ,শিশু স্বাস্থ গত ঝুঁকি সহ পানি বাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রধান শিকার হচ্ছে নারী, শিশু, কিশোরী ও বৃদ্ধরা।

স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থেকে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখতে নিরাপদ পানি ব্যাবহারে জনসচেতনতা বাড়াতে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প ভোলা ও কক্সবাজার জেলার কতুবদিয়া উপজেলার বিভন্ন কমিউনিটিতে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচারনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রচারাভিযান কার্যক্রমের বিষয়অন্তর্ভুক্ত; নিরাপদ পানি কি? কোথায় পাবেন, কিভাবে পানি দূষিত হয়, দূষিত পানি পান করলে কি হয় এবং কিভাবে পানি নিরাপদ করা যায়।

স্থানীয়দের সাথে আলাপকালে জানা যায়, প্রকল্পের এই ধরনের উদ্যেগের ফলে কমিউনিটিতে নিরাপদ পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা এখন খাবার ও রান্নাবান্নার কাজে খাল ও পুকুড়ের পানির পরিবর্তে নলকুপের নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে, পাশাপাশি পুকুড় ও খালের পানি বিশুদ্ধকরে ব্যাবহার করছে, এর ফলে পরিবরগুলোতে পানিবাহিত অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

কতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নের আজম কলোনীর বাসিন্দা রুখসানা বেগম বলেন আমাদের এখানে সুপেয় পানির সমস্যা প্রকট, টিউবওয়েলের লাইনের পানি আসে দিনে একবার, শুধু মাত্র বিকাল ৩ টা থেকে ৫টা পর্যন্ত, তাই পুকুড়ের পানি ব্যবহার করতে হয় অনেক কাজেই। কষ্ট হলেও আমরা এখন দৈনন্দিন সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করি, আমরা আগে করিনি কারণ আমরা জানতাম না কিভাবে পানি বিশুদ্ধ করতে হয়।

একই গ্রামের বাসিন্দা তহুরা বেগম বলেন আগে পুকুড়ের পানি ও খালের পানি সরাসরি ব্যবহার করতাম, আসলে এই পানিগুলো দূষিত তাই আমার পরিবারে সারা মাস ধরে অসুখ বিসুখ লেগেই থাকতো, এখন সেটা করি না।আমাদের গ্রামের প্রায় ৮০% এখন নিরাপদ পানি ব্যাবহার করে।

cwievi‡ii A_‰bwZK w¯wZkxjZv cbi×v‡i DcKjxq bvixiv GLb ‡eW c×wZ‡Z mewR Pvl Ki‡Q

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে, উপকূলীয় নারীরা তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে জলবায়ু অভিযোজিত আয় বর্ধনমূলক কৌশলসমূহ ব্যবহার করছে, তারমধ্যে উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের কাছে বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ ইতিমধ্যে ব্যপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে উপকূলীয় এলাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, মাটি ও পানিতে চরম লবণাক্ততা আবাদি জমিগুলোকে অনুর্বর জমিতে পরিণত করছে, স্থানীয় লোকজন সবজিসহ অন্যান ফসল চাষে ব্যর্থ হচ্ছে। তবে, আশা হারানোর পরিবর্তে, উপকূলীয় অঞ্চলের নারীরা এখন বেড পদ্ধতি ব্যবহার করে বিকল্প আয়ের পথ খুজে পেয়েছে, তারা তাদের জীবনকে নতুন আকার দিয়েছেন। পালংশাক, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাল শাক, মরিচের মতো সব ধরনের সবজিই এখন তারা বিভিন্ন মৌসুমে সবজি চাষ করছেন। তারা এখন তাদের প্রতিদিনের খাবারের চাহিদা মেটাতে এবং তাদের উৎপাদিত সবজি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে যা তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য খরচ যোগাতে সাহায্য করছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চল ভোলা ও কক্সবাজার জেলা কুতুবদিয়া উপজেলার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটেতে জলবায়ু-সহনশীল আয়-উৎপাদন কৌশলগুলো সম্প্রসারণ করার জন্য কাজ করছে। প্রচারণামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি, উপরোক্ত চাষের কৌশলগুলি উপকূলীয় পরিবারগুলির মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে । তাদের আয় উন্নতি পর্যবেক্ষন করে ইতিমধ্যে অনেক নারীরা এই সকল পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেছেন এবং প্রতি মাসে ৪-৫ হাজার টাকা আয় করছেন।

Rjevq Awf‡hwRZ Avqeabgj K †KŠk‡j i mvd‡j¨ AbcwYZ n‡q bi bvnvi †eMg GLb †eW c×wZ‡Z mewR Pvl Ki‡Q,3 bs IqvW, eo‡Nvc BDwbqb, KZewË`qv| Qwe: cvi‡fR, wm‡RAviGd

GB cKvkbwU ˆZwi‡Z c‡qvRbxq Z_¨ w`‡q ÔÔwm‡RAviGdÕÕ cK‡íi mKj mnKgx mn‡hwMZv K‡i‡Qb|

we¯wiZ Z_¨ I †hvMv‡hv‡Mi Rb¨:

Gg. G. nvmvb, †cvMÖvg †nW-‡Kv÷, wm‡RAviGd cKí|

†gvevBj : 01708120333, **hasan@coastbd.net**

cKí Kvhvjq- k¨vgjx, XvKv †_‡K cKvwkZ I msiwÿZ www.coastbd.net